32

মঙ্গলবারের ঘটনার পর তার আর কোনো সহানুভূতি নেই। এ[illegible]বেই দলটি হারাচ্ছে তার মূল্যবান সমর্থকদের, কিন্তু ভুল [illegible]নীতির জন্যে দলটি তা বুঝতে পারছে না।

দেশে গণতান্ত্রিকভাবে একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন সবার দায়িত্ব দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করা, আর দুর্নীতিগ্রস্ত গরিব দেশটিকে কিছুটা উন্নত করা। এ-দায়িত্ব যেমন ক্ষমতাপ্রাপ্তদের, তেমনি ক্ষমতালিপ্সুদের। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এখন লেখাপড়া হওয়া দরকার বিরামহীনভাবে; কিন্তু সন্ত্রাসের ফলে সেগুলো গোয়ালঘরের থেকেও নিরর্থক হয়ে উঠেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে কয়েকটি জাতীয়তবাদী সন্ত্রাসবাদীর ছাত্রলিগে যোগ দেয়া ও নির্বাচন। যেদিন থেকে ওই সন্ত্রাসীরা নতুন ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে, সেদিন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠেছে বারুদস্তূপ। নির্বাচন যুগিয়েছে নতুন উত্তেজনা;—বুড়োরা ছাত্র ও নেতা হয়ে নির্বাচনে নামার জন্যে শপথ নিয়েছে। এটা যে তাদের জন্যে কতোবড়ো কলঙ্ক, তা বোঝার মতো বোধও হারিয়ে ফেলেছে তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-অবস্থা, তাতে ছাত্রলিগের জয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই ব'লেই ওই দলটিরও বিশ্বাস। তাই তারা যা করতে পারে, তা হচ্ছে সব কিছুকে বিপর্যস্ত ক'রে তোলা। তারা তাই করেছে গত মঙ্গলবার। তাদের উচিত ছিলো এমন কর্মসূচি নেয়া, যাতে তাদের গৌরব বাড়ে; তাদের প্রতি আস্থা আসে ছাত্রদের; এবং এ-বছর বা আগামী বছর না হোক, আরো পাঁচ বছর প্রতীক্ষা করা জয়ের মুখ দেখার জন্যে। তাতে তারা রাজি নয়, তাই সৃষ্টি হয়েছে গত মঙ্গলবার; এবং তাদের জয়ের সম্ভাবনা পিছিয়ে গেছে আরো কয়েক বছর। আওয়ামি লিগ ও ছাত্রলিগের মতো বিরোধী দল পাওয়া সৌভাগ্য, এমন প্রতিপক্ষ পেলে ক্ষমতাসীন দল কোনো ভালো কাজ না ক'রেই নির্বাচিত হবে বারবার। গত মঙ্গলবার, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনির্দিষ্টকালের ছুটি, পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়া, ছাত্রছাত্রীদের অনন্ত দুর্ভোগের দায়ভার বহন করতে হবে ছাত্রলিগ ও আওয়ামি লিগকেই।

উপাচার্যের কার্যালয় আক্রমণ এখন পাঁচবেলা পালনীয় ধর্মীয় আচার হয়ে উঠেছে। যে-কেউ এখন প্রাতরাশের পর হাতে কোনো কাজ না পেয়ে শ্লোগান তুলে গিয়ে উপাচার্যের কার্যালয় ভেঙে দিন শুরু করতে পারে। রাতে ঘুম হয় নি ব'লে, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে, পরীক্ষায় পাশ করে নি ব'লে, দেশে স্বৈরাচার নেই ব'লে ভাঙা যায় উপাচার্যের কার্যালয়। উপাচার্য হয়ে উঠেছেন দেশের সবচেয়ে অসহায় ব্যক্তি। দেশ চালানোর থেকে যে-কোনো একটি বিশ্ববিদ্যা[illegible] চালানো এখন অনেক কঠিন কাজ। উপাচার্যের কার্[illegible] ভাঙার পেছনে ওই পদটির জন্যে অনেকের অভিলা[illegible] কাজ ক'রে থাকে। যারা ভাঙে তারা উপাচার্য হবে না, তবে তাদের উৎসাহদাতাদের কেউ কেউ চায় উপাচার্য হ'তে। 'আরেকটু ঠ্যালা দেও, মিঞাটা প'ড়ে যাবে' ব'লে একটি কথা এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে। জনশ্রুতিটি থেকে যে-সত্য পাই, তা হচ্ছে 'ঠ্যালা' দিচ্ছে একদল, তাদের পেছনে আছেন প্রার্থীরা। ঠেলার ফলে এর আগে তিনজন প'ড়ে গেছেন, এখনো চলছে ঠেলাঠেলি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনকার ঠেলাঠেলির পেছনে অভিলাষীদের হাত আছে ব'লে মনে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ গ'ড়ে তোলার অনেক শর্তের একটি হচ্ছে উপাচার্যকে তাঁর পূর্ণকাল ধ'রে কাজ করতে দেয়া। এটা মনে রাখতে হবে শক্তিমানদের, এবং উপাচার্যদেরও বিরত থাকতে হবে কোনো চাপের মুখে পদত্যাগ করা থেকে। চাপের মুখে পদত্যাগ বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশকে আরো দূষিত করে, তাতে জয় হয় অশুভ শক্তির।

বাঙলাদেশের অধিকাংশ মানুষ যাপন করে পশুর জীবন। তাদের ভাত, কাপড়, ঘর, চিকিৎসা নেই; শিক্ষা তো নেই তাদের স্বপ্নের মধ্যেও। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় তাদের জীবনের বাইরে; বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় থাকা না-থাকা তাৎপর্যহীন তাদের জীবনে। দেশের সুবিধাভোগী শতকরা পঁচিশ জনের জন্যে আছে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়; আছে হাসপাতাল, বিমানবন্দর, সচিবালয়, ব্যাংক প্রভৃতি সুবিধার প্রতিষ্ঠান। এসব না থাকলে অধিকাংশের কোনো ক্ষতি হয় না, লাভই হয়। দেশের অধিকাংশ মানুষকে ঠকিয়ে আমরা কয়েকজনের জন্যে তৈরি করেছি এসব। ওই জনগণের ভোট দেয়া ও ভোট দেয়ার অভিশাপ ভোগ করা ছাড়া আর কোনো অধিকার নেই। তাদের কাছে যদি জিজ্ঞেস করি, আমাদের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় দরকার আছে কি-না, তারা বলবে কোনো দরকার নেই। তবে তাদের কথাকে আমরা কখনো মূল্য দিই নি। সুবিধাভোগী পঁচিশজনকে, যাঁদের সুবিধার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে বাঙলাদেশ, এখন স্থির করতে হবে তাদের কোনো দরকার আছে কি-না বিদ্যা, এবং বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, ও বিশ্ববিদ্যালয়। সুবিধাভোগীদেরও অনেকের ঘেন্না ধ'রে গেছে এসবের ওপর, এর চেয়ে মূর্খতা অনেক ভালো। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত দেখতে চাই আমরা বই, সেখানে বিকশিত দেখতে চাই জ্ঞান। বিশ্ববিদ্যালয় মেধানিকেতন, তা অস্ত্রাগার নয়; সেখানে থাকবে জ্ঞানার্থী, সেখানে থাকবে না অস্ত্রচালক। আমাদের এখনি স্থির করতে হবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, বা মহাবিদ্যালয়, বা বিদ্যালয় দরকার আছে কি-না আমাদের? যদি দরকার বোধ করি, তবে সেগুলোকে চালাতে হবে সেগুলোর মতো; নইলে সেগুলোকে ধ্বংস ক'রে আমরা মেতে উঠতে পারি আমাদের উপযুক্ত আদিম ক্রিয়াকলাপে।

হুমায়ুন আজাদ : কবি, সমালোচক, ভাষাবি[illegible]
[illegible] বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বি[illegible]
[illegible] চিন্তাবিদ্‌ আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদে[illegible]
[illegible]